

62839 - ওয়াসওয়াসা বা শুচবায়ু ও এর প্রতিকার

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী যখন আমার সাথে কথা বলে তখন আমি তার কথার উত্তর দিই না; শুচবায়ু এর কারণে কিংবা আমার এ বশির্বাশের কারণে যে, তার কারণে আমার এ শুচবায়ু হয়েছে। তার কথার উত্তর না দ্যো কি তালাক হিসাবে ববিচেতি হবে? আমি যখন তার সাথে রগে, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে কথা বলি সটো কি তালাক হিসাবে ববিচেতি হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি আপনার স্ত্রীর কথার উত্তর না দ্যো কিংবা আপনার স্ত্রীর সাথে রগে, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে কথা বলা তালাক নয়। আপনি তালাক নিয়ে যতই চিন্তা করুন না কেন, কিংবা মনে মনে কথা বলুন না কেন, কিংবা নিয়ত ও সংকল্প করুন না কেন— মুখে উচ্চারণ না করলে তালাক হবে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের ওয়াসওয়াসা (শুচবায়ু), মনে মনে কথা বলা ক্ষমা করে দিয়েছেন; যতক্ষণ না সে কর্ম করে কিংবা কথা বলে”। [সহিহ বুখারী (৬৬৬৪) ও সহিহ মুসলিম (১২৭)]

আলমেগণ এ হাদিসের উপরে এভাবে আমল করে আসছেন যে, কেউ যদি মনে মনে তালাক দিয়ে তাহলে কথা বলার আগ পর্যন্ত কিছুই হবে না।

বরং কোন কোন আলমের মতে, শুচবায়ুতে আক্রান্ত ব্যক্তি উচ্চারণ করলেও তালাক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ব্যক্তি তালাক দ্যোকই উদ্দেশ্য করে থাকে। শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “শুচবায়ুতে আক্রান্ত ব্যক্তি মুখে তালাক উচ্চারণ করলেও তালাক হবে না; যদি না সে ব্যক্তির তালাক দ্যো উদ্দেশ্য হয়। কেননা এ শব্দের উচ্চারণ শুচবায়ুতে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে যায়। বরং সে ব্যক্তি জবরদস্তরি শকির— শব্দটি বের হওয়ার শক্তি প্রবল হওয়ার কারণে এবং প্রতিরোধ করার শক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “জবরদস্তি অবস্থায় কোন তালাক নেই”। সুতরাং শান্ত অবস্থায় সে ব্যক্তির যদি তালাক দ্যোর প্রকৃত ইচ্ছা না থাকে তাহলে তার তালাক কার্যকর হবে না। এই যে বিষয়টি, অর্থাৎ ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের বাইরে কিছু করতে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বাধ্য হওয়া, সৎ কারণে তালাক পততি হবো না।[সমাপ্ত, ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৩/২৭৭) থেকে সংকলতি]

আমরা আপনাকে পরামর্শ দাবি য়ে, আপনি শুচবায়ুর কুমন্ত্রণাদাতার প্রতি ভ্রুক্ষেপে করবনে না, তার থেকে মুখ ফরিয়ে নবিনে। সৎ আপনাকে দিয়ে যা করাতে চায় এর বপিরীতটা করবনে। কনেনা শুচবায়ুর কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান, তার উদ্দেশ্য হচ্ছো- ঈমানদারদেরকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করা। এর সর্বোত্তম প্রতিকার হচ্ছো- বেশি বেশি আল্লাহর যকিরি করা, আউযুবলিল্লাহ পড়া তথা বতিড়তি শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং যসেব গুনাহ ও ইসলাম বরিোধী কাজরে কারণে ইবলসি বনী আদমরে উপর ভর করে সগেলো থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলনে: “নশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবরেই উপর নরিভর করে তাদের উপর তার (শয়তানরে) কোন আধপিত্য নহে।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৯৯]

ইবনে হাজার আল-হাইতামিত্তর ‘আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহিয়া আল-কুবরা’ গ্রন্থে (১/১৪৯) শুচবায়ু (ওয়াসওয়াসা) এর প্রতিকার সম্পর্কে যা উল্লেখ করছেন এখানে সটো উল্লেখ করা যতে পারে: “তাক্কে ওয়াসওয়াসা এর প্রতিকার সম্পর্কে জজিঞসে করা হলে তিনি বলনে: এর ঔষধ একটাই সটো হচ্ছো-শুচবায়ুকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া; এমনকি মনরে মধ্যে কোন দ্বাধিদ্বন্দ্ব থাকা সত্তবেও। কনেনা কটে যদি সটোকে ভ্রুক্ষেপে না করে তাহলে সটো স্থরি হবো না। কিছু সময় পর চলে যাবে; যমেনটি তাওফকিপ্ৰাপ্ত লোকরো যাচাই করে পয়েছেন। আর য়ে ব্যক্তি শুচবায়ুকে পাত্তা দাবি এবং সৎ অনুযায়ী কাজ করবে সৎ ব্যক্তির শুচবায়ু বাড়তই থাকবে; এক পর্যায়ে তাকে পাগলের কাতারে নিয়ে পটৌছাবে কথিবা পাগলের চয়েও নকিষ্ট পর্যায়ে পটৌছাবে। যমেনটি আমরা অনকে মানুষরে মাঝে দেখেছি, যারা শুচবায়ুতে আক্রান্ত হয়ে এতে কান দিয়েছেন এবং এর শয়তানরে কথা শুনছেন। য়ে শয়তানরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করে বলছেন: “তোমরা পানি ব্যবহারে শুচবায়ু (কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান) থেকে বঁচে থাক, যাকে ‘ওয়ালাহান’ ডাকা হয়। অহতুক কাজ করানো ও বাড়াবাড়ির কুমন্ত্রণা দয়োর কারণে তাকে এই নামে ডাকা হয়। যমেনটি আমি ‘শারহু মশিকাতলি আনওয়ার’ নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারতি উল্লেখ করছি। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি আমি য়ে পরামর্শ দিয়েছি এর সমর্থনমূলক বর্ণনা এসছে য়ে, য়ে ব্যক্তি শুচবায়ুতে আক্রান্ত হয়েছে সৎ য়ে ‘আউযুবলিল্লাহ’ পড়ে এবং (দুঃশ্চিন্তাকে বাড়তে না দিয়ে) থমে যায়। আপনি এ প্রতিকারটি একটু ভবে দেখুন; য়ে প্রতিকাররে পরামর্শ দিয়েছেন এমন ব্যক্তি যিনি তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে মনগড়া কোন কথা বলনে না। জনে রাখুন, য়ে ব্যক্তি এই প্রতিকার অবলম্বন করা থেকে বঞ্চিত সৎ আসলই বঞ্চিত। কনেনা, সর্বসম্মতিক্রমে শুচবায়ু শয়তানরে পক্ষ থেকে আসে। আর এই লানতপ্ৰাপ্ত শয়তানরে সর্বাত্মক উদ্দেশ্য হচ্ছো – মুম্নিকে বিভিন্ন্তরি ডোবাতে ফলে দয়ো, পরেশোন করে রাখা, জীবনকে ভরাক্রান্ত করে তোলা, অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিষাদময় করে ফলো; যাতো এক পর্যায়ে তাকে ইসলাম থেকে এমনভাবে বরে করে ফলেতে পারে য়ে সৎ টরেও পাবে না। (নশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর)”[সূরা ফাতরি, আয়াত: ৬] হাদসিরে অন্য এক বর্ণনায় শুচবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাপারে এসছে, সৎ য়ে বলে: “আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলরে প্রতি ঈমান

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এনছে”। নঃসন্দেহে যে ব্যক্তি নিবীদরে আদর্শগুলো পর্যালোচনা করে দেখবে, বিশেষতঃ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ; সে দেখতে পাবে যে, তাঁর আদর্শ ও শরিয়ত হচ্ছে- সহজ, সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ সাদা, পরিস্কার ও এত সরল যে তাতে কোন বক্রতা নাই। “তিনি দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি”[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮] যে ব্যক্তি তা ভবে দেখবে এবং এর প্রতিযথার্থভাবে ঈমান আনবে তার থেকে শুচিবায়ু রোগ ও এর শয়তানরে কুমন্ত্রণাগ্রস্ত হওয়া দূর হয়ে যাবে। ইবনে সুন্নরি গ্রন্থে আয়শো (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি এই ওয়াসওয়াসা দ্বারা আক্রান্ত হবে সে যেনে তিনিবার বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনছি। এতে করে, তার থেকে এটি দূর হয়ে যাবে”।

আল-ইয্য ইবনে আব্দুস সালাম ও অপরাপর আলমেগণও আমরা যা উল্লেখ করছি এ রকম কথা উল্লেখ করছেন। তারা বলেছেন: ওয়াসওয়াসা বা শুচিবায়ু এর প্রতিষেধক হচ্ছে- ব্যক্তি এ বিশ্বাস করা যে, এটি শয়তানী কুমন্ত্রণা। ইবলসি এটি তার অন্তরে আরোপ করছে এবং তার সাথে লড়াই করছে। এতে করে সে ব্যক্তি জিহাদ করার সওয়াব পাবে। কেননা সে ব্যক্তি আল্লাহর শত্রুর সাথে লড়াই করছে। যদি কটে এভাবে অনুভব করতে পারে তাহলে শয়তান তার থেকে পালিয়ে যাবে। সৃষ্টির সূচনাকালে মানুষকে যত্নে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানুষের উপর শয়তানকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এটা সে জাতীয় পরীক্ষা; যাতে করে এর মাধ্যমে আল্লাহ সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং মিথ্যাকে বাতলি গণ্য করবেন, যদিও কাফরেরো তা অপছন্দ করুক না কেন।

সহিহ মুসলমি (২২০৩) উসমান বনি আবুল আস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: শয়তান আমার মাঝে এবং আমার নামায ও তলোওয়াতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেন: এমন শয়তানকে ‘খনিযবি’ বলা হয়। এমনটি ঘটলে আপনি আউযুল্লাহ পড়ুন (অর্থাৎ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান) এবং বামদিকে তিনিবার থুথু ফেলুন। তখন আমি এভাবে করলাম। ফলে আল্লাহ শয়তানকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন।

এর মাধ্যমে ইতিপূর্বে আমি যা উল্লেখ করছি তার যথার্থতা জানা যায় যে, ওয়াসওয়াসা (শুচিবায়ু) শুধু এমন সব ব্যক্তির উপর ভর করে যার মাঝে অজ্ঞতা, নরিবুদ্ধি প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছে, তার নিজের কোন বিবেচনাশক্তি নাই। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইলম ও বিবেক-বুদ্ধির উপর অবচল আছে সে ব্যক্তি কখনও অনুসরণের পথ ছেড়ে বদীতরে পথে হাঁটবে না। নকিষ্টতম বদীতি হচ্ছে- শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি। এরপর ইমাম মালকে (রাঃ) তাঁর শিক্ষক রাবআ - তাঁর যামানায় আহলে সুন্নাহর সর্বোচ্চ নতো-সম্পর্কে বলেন: দুইটি বিষয়ে রাবআ সকল মানুষের চোখে দ্রুতগতি ছিলেন: মলমুত্র থেকে পবিত্র হওয়া ও ওযু করার ক্ষেত্রে। এমনকি অন্য কটে...। আমি বলব: অর্থাৎ অন্য কটে না করলেও। (সম্ভবতঃ তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন: অন্য কটে ওযু না করলেও)।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইবনুল হুরমুয মলমুতর থেকে পবিত্র হওয়া ও ওয়ু করার ক্ষেত্রে ধীরগতি ছিলেন। তিনি বলতেন: আমি পরীক্ষার শকার, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো না।

ইমাম নববী (রহঃ) জনকৈ আলমে থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি ওয়ু কথিবা নামাযে শুচবায়ু রোগে আক্রান্ত তার জন্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা মুস্তাহাব। কেননা শয়তান যকিরি শুনলে দূরে চলে যায়। আর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হচ্ছে-প্রধান যকিরি। শুচবায়ু দূর করার উত্তম মহাষট্ঠে হচ্ছে- বেশে বেশে আল্লাহর যকিরি মশগুল থাকা।[ইবনে হাজার হাইতামি এর বক্তব্য সমাপ্ত]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন যে শুচবায়ুতে আপনি আক্রান্ত তা দূর করে দেন। আমাদের ও আপনার ঈমান, দ্বীনদারি ও তাকওয়া বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।